দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 21 JUN ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিওভুক্ত স্কুলে কোন শিক্ষার্থী নেই

ঠাকুরগাঁও জেলা সংবাদদাতা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১০ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে আখানগর-রুহিয়া সড়কের পাশে মাধবপুর নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয়রা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। রেজিস্টার হাই স্কুলের ৫০ গজ উত্তরে তারা পাকা সড়কের পশ্চিম পাশে ৫০ শতক জমির ওপর একটি টিন সেড ঘর নির্মাণ করেন। ঘরের কোন দরজা জানালা আজো লাগানো হয়নি। এই ঘরে কখনও ক্লাশ হয়নি। হবেই বা কিভাবে এ স্কুলে তো কোন শিক্ষার্থী নেই বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। অবশ্য প্রধান শিক্ষক দীপেন চন্দ্র রায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তিনি ইতোমধ্যে ১০-১২ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। এর মধ্যে তার পরিবারের ৩ জন। নিজেই তৈরি করেন শিক্ষক-ছাত্র অভিভাবক কমিটির যাবতীয় কাগজপত্র। ৬ বছর পর প্রাথমিক অনুমতির জন্য আবেদন করেন, রংপুর শিক্ষা অফিসে। উপ পরিচালক আব্দুল কুদ্দুস আলী ২০০৩ সালের ২৩ মার্চ সরেজমিনে এসে বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। সেদিন তিনি একটি ছাত্র বা কোন শিক্ষককে পাননি। তিনি রিপোর্ট প্রদান করেন রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে। কিন্তু রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড অজ্ঞাত কারণে ২০০৪ সালের ৬ জুন একডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করে। পরবর্তীতে অভিযোগ পেয়ে উপ পরিচালক জেলা শিক্ষা অফিসার সফিকুল ইসলামকে তদন্তের দায়িত্ব দেন। তিনি ২০০৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তদন্ত করে আগের মতোই অবস্থা দেখতে পান। আবারো লিখিতভাবে রিপোর্ট পেশ করেন এবং স্কুলের প্রাথমিক অনুমোদন বাতিলের সুপারিশ করেন। এরপর থেকে সে অবস্থায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কখনও স্কুলে রূপান্তরিত হয়নি। এমনকি এমপিওভুক্তির আদেশ পাওয়ার পরও স্কুলটি চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। কারণ চালু করতে হলে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন। এসময়ে ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যাবে কোথায়। সরকারের ২য় দফায় এমপিওভুক্তিতে জেলার ৫টি স্কুলের মধ্যে রয়েছে মাধবপুর নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হওয়ায় জেলার মানুষ বিস্মিত হয়েছেন। এব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার ফজলে আলম বলেন, আমার কোন সুপারিশ এখানে লাগে না।